ক্রীসমাস ও শীতের সনেট গুচ্ছ

BANGLADARSHAN.COM

জয় গোস্বামী

জতুগৃহ

সম্পূর্ণ ক্ষুধার নীচে বালি আর সোরা আর গন্ধকের গৃহ ....
অক্ষরে করুণ ঘণ্টা আরো ক্ষিপ্র করে তুলে কিরণক্ষমতা
ভরে নিতে প্রক্ষেপণে, তুমি কি সমস্ত শেষে আমাকে সমীহ
করাই মনস্থ করলে শ্যামল ধনুক-তীর ? এমন কি শমীও

ভেবে দ্যাখো, এ-পর্যন্ত এ-কথা জানে না ! রাত্রে বালুতীর ধরে
হেঁটে গেছে আর তাঁবু নেমে এল চারিদিকে অবনত, মোটা...
বালির উপরে উঠে অজ্ঞান ঘুমের শ্বাস থেমে থেমে দোরে
ধাক্কা দিল, তারপর স্বপ্নে এসে দেখা দিতে তুমি চমকে ওঠা

হা-খোলা সংক্ষুব্ধ দেহ ঢেকে নিয়ে মুঠোভর্তি শাড়ির প্রান্তকে
আবিষ্কার করে ফের আমাকেও ডেকে দিলে ... 'অন্ধকারে তোকে
সৈকতের পাশে ফেলে এসেছি, এখন বালি সরিয়ে বসুধা
অর্ধখান করতেই জলরাশি, ঝকঝকে চোয়াল, ব্যারাকুডা...'

BANGLADARSHAN.COM

তীরভূমি জ্বলে ওঠে ; প্রৌঢ়তা, ধাতুর টুকরো সম্পূর্ণ চুম্বকে
তুলে দেখি শমী আর শ্যামল ধনুক ভস্ম, অবশেষে ক্ষুধা !

প্লুতস্বর

সবটুকু আগুন গিয়ে আবার হলুদ পাত্রে আশ্রয় নিয়েছে.....
আঙুল হলুদ পাত্র তুলে ধরতে প্লুতস্বর কুণ্ঠিত গ্রীবার
কেঁপে কেঁপে ভেঙে গেলো শানের মেঝেয় পড়ে, শঙ্কিত শিবার
রূঢ়কণ্ঠ উঠে এসে নেবালো টেবিল বাতি.....আর কেউ বেঁচে
নেই, ঢালু জলাভূমি নেমে গেছে আরো নীচে, গেল শনিবার
ওরাও তো নেমেছিল স্নানে আর হীনযানে বিশ্বস্ত ছিল না
জল, তাই নিচু পাকে টেনে এনে ফেলে দিল গুহামুখে, লোনা
সংকুল খাড়িতে আর ইতিমধ্যে মৃত্যু ঘুরে এসে কয়েকবার
রাত্রিবাস করে গেছে তোমার শয়ন ঘরে, বই মুখে করে
পায়চারি করেছি আমি রাতভর, অসম্পৃক্ত মৃত্যুতেও শুতে
চেয়েছি বিথানপার্শ্বে, হঠাৎ শয্যার থেকে সংক্ষিপ্ত, পাঁশুটে
পোকা উঠে এল বুকে, পুরনো শিশুর কণ্ঠ ভুলে যাওয়া ক্রোড়ে
ফিরে এল, তৎক্ষণাৎ আগুন হলুদ পাত্রে ভরে উঠে হিম
শানের মেঝেয় ছুঁড়ে ভেঙেছে ও প্লুতস্বর কম্পিত, অন্তিম !

BANGLADARSHAN.COM

শীতঘুম

অদ্ভুত, শীতল কুণ্ড ঘিরে শোও প্রবীণ কেউটে।
ছটফটে কিন্নরটিকে মধ্যে রেখে অন্ধকার বেড়
আরেকটু সংকীর্ণ, ছোট করে আনো। মৃত গন্ধর্বের
নাভিতে খরোষ্ঠ রেখে তুমি যে ঘুমিয়েছিল, উঠে
নিদ্রা থেকে এমন কি পুনর্বার ধূসর অস্ফুটে
জেগে থাকতে চাও ? চাও, তোমার নিঃশব্দ প্রেমিকার
ক্ষীণ রক্তহীন দেহে চলে গিয়ে সাদা ও শীৎকার
বিহীন শরীরে থাকতে ? যে তোমার বিষ দাঁত ফুটে

প্রথমে আক্রান্ত, পরে, নীল, শেষে স্তব্ধ, সৌত্রান্তিক।
তার মানে তুমিও বস্তু, কিংবা প্রাণী, প্রত্ন, অনুমান .....
তেরো লক্ষ বছরের শীত-ঘুম থেকে দীর্ঘ ফণা
তুলেছ কি মুছে যাবে ! ধুলো, ছাই যা কিছু অর্চনা
কুণ্ডের ভিতরে করো, ঘিরে এসো দৃঢ় পৌরাণিক
স্তম্ভের পাথরে, যার ভিতরে নিস্তব্ধ বিষ, জ্ঞান !

BANGLADARSHAN.COM

ক্রোরপক্ষী

উড়ন্ত মুহূর্ত থেকে নেমে এসে দেবতা যে-হ্রদে
বিশ্রামে বসেছিলেন, সেই জলে হঠাৎ ছোঁ মেরে
দেবতার চক্ষু দু-টি তুলে নিয়ে লালার পারদে
গভীর আদর করে রেখে দিল ক্রোরপক্ষী, রোদে
যাতে না সে গলে যায় ; যাতে না নিবিষ্ট চক্ষু ছেড়ে
চলে যায় চক্ষুর নিহিত মজ্জা, ধ্যান ; যা ওদের
এখনও দ্রবণে রাখছে অকম্পিত, খরখরে-নরম
জিহ্বার তলায়.....

যেই অক্ষিরস সন্তর্পণে ওর
পিচ্ছিল গলার মধ্যে নেমে গিয়ে ফোঁটা ফোঁটা ওম
প্রবেশ করাল কোষে তখনই চিমনির দণ্ড, চাকা
সরে গেল পরপর, হর্ম্যসারি, শূন্যে জেগে ওঠা
স্বর্গের জানালাগুলি দেখা গেল, টানা করিডোর .....
পরক্ষণে ক্রোরপক্ষী, তোমার কঠোর চঞ্চু, পাখা
ভেঙে পড়ছে খুরাকৃতি সেই জলে, যে-হ্রদে দেবতা .....

BANGLADARSHAN.COM

শ্মশ্রুময়

কম্বল, সমানুপাত টেনে দিলে সন্ধ্যাবেলা দীর্ঘতম ছাদে .....

তরুণ বৃদ্ধের মুখ রাত্রে উঠে মনে এল শ্যাম শ্মশ্রুময় :
'কি ছাইভস্মের স্বপ্ন ! আর ঘুমোবো না' বলে মশারি গোছাতে
গিয়ে তুমি ভুল করে আরো বেশি কালো রোঁয়া, ভস্মের বলয়
মুক্ত করে দিলে আর মনে এল অক্টোপাস, এপ্রিলের দীঘা ;
রাত্রে মিনিবাসে এলে ! অথচ অরণ্যপথে সোনার শিবিকা
থেমে গেছে একদিন, লতা জাল ভেদ করে মশাল .....কবর
আগে থেকে খোঁড়া আর বাহকেরা কেউ নেই, ফুলের টোপর
পড়ে রইল, তার পাশে আগুন এয়োতি-চিহ্ন, রক্তজবা লাল .....

'দূর ছাই বিশ্রী স্বপ্ন !' কেন বিশ্রী ? জানতে না উদ্ভট অবশ
পাথরের জন্তুগুলি পিছনের জলা ছেড়ে উঠে এসে কাল
ধ্বস্ত প্রাচীরের পাশে দাঁড়াবেই ? তুমি সব জেনেও রোমশ
বিস্মৃতি, সমানুপাত টাঙিয়ে আড়াল করলে চতুর হত্যাকে !

তরুণ পুরনো মুখ দেখ আজ ছেয়ে গেছে প্রাচীন ছত্রাকে .....

BANGLADARSHAN.COM

অপস্বপ্ন

নিঃশ্বাস, ফুঁপিয়ে ওঠা, শেষপ্রহরে শুনেছিলে সুপ্ত ক্ষপণক।
তাও একবার মাত্র, মুখচাপা ; অস্বচ্ছ ঘুমের চোখে গিয়ে
সঙ্ঘের প্রধান দরজা খুলে দেখলে হুহু রাত্রি, আরেকটু এগিয়ে
যাও ; সিঁড়ি শেষ করে আরো ঘাসে ভরা মাঠ, গুল্মদল .....নখ
বিঁধেছে ঘাড়ের নীচে, একপাশে বাঁকানো মুখ, অস্পষ্ট পিশাচ ;
সারা মুখে লাল দাগ, চোখে ডাল ফুটে আছে, কাছে যাও –নেই.....
পাহাড়ের নীচে গ্রাম, কালো মতো কুমারীটি, ও যেন গুণ্ঠনে
এখনই ঢাকে না মুখ, ত্বরা করো সখীগণ, বর এল .....'কাঁচ
সেদিন কী করে যেন ফুটে গেছে পায়ে আর সে এসে তক্ষুনি
ওপাশের ক্ষেত থেকে দাঁড়াল আমার সামনে, কী যে লম্বা, বড় !
কেমন ভরাট গলা, শীত পড়েছিল বেশ, আমি জড়োসড়ো
মুখ তুলে ধরতেই তোরা যেন উলু দিলি'.....তবু কেন খুনী
ঘাড়ে নখ বিঁধিয়েছে ? আর তুমি জেগে উঠে শুধু গুল্ম ঘাস
দেখছ ঘুমের চোখে...তবু সঙ্ঘে ফিরে আসে শঙ্কিত নিঃশ্বাস !

BANGLADARSHAN.COM

জন্মপত্র

আবার অর্ধেক মুখ, ছিন্নভিন্ন, পড়েছে বাঁ পাশে
দর্পণে, স্খলিত আরো, অংশত ঝলসানো দগ্ধ হাড়
গাল থেকে বেরিয়েছে, একটু রক্তাভ-সাদা ....হার
দাঁতে চেপেছিল বুঝি ? চিবুকে ওষ্ঠের আশেপাশে
সোনার গলিত রং, বিন্দু বিন্দু, পিপাসিত, খল .....

অথচ সেদিন রাত্রে যখন আরক্ত ঘন মদে
ভরে দিলে ওর মুখ একা একা সবার অমতে,
আর ধীরে ধীরে ওকে ঘিরে নিল সিঁদুর, শৃঙ্খল
তখনই করুণ টিপ কেঁপে গেছে আশঙ্কায় আরো :
'কী ভালো তিনতলা ফ্লাট, তাও খুব একা লাগে, আর ও
এত দেরী করে রোজ !' সঙ্গে সঙ্গে 'জন্মপত্র কই'
বলেই স্ফুলিঙ্গ এসে হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ল ওই
দর্পণে, অর্ধেক মুখ মুছে দিয়ে.....

BANGLADARSHAN.COM

আজ তুমি জানো
মুকুরে বাকিটা মুখ পড়ে আছে দগ্ধ, ঝলসানো !

ক্রীসমাস

আসলে সে মৌমাছিবর্গের। যাকে অবুঝ কিরাত
হঠাৎ আহত করে নিয়ে এল অজ্ঞান রাত্রির
তলায়, খড়ের শয্যা পেতে তার দেহ থেকে তীব্র
ধীরে তুলে নিল যেই ভেসে উঠল কম্পিত, বিরাট
আফ্রিকা, শীতের রাত্রি, ঘুমন্ত মাস্তুল, দীর্ঘ ডেক .....
তারো আগে উড়ে যায় বাতাসে নির্ভার ব্যালকনি
আরো ভারহীন দেহ ; কী যে হাল্কা ! সমস্ত অর্পণই
তখন উল্কায় ছিল....মনে আছে সেবার প্রত্যেক
বন্ধুরা একসঙ্গে ছুটি কাটালে অক্সফোর্ড থেকে কাছে
এক সহপাঠিনীর নিবিড় বাড়িতে ; আর কেক
কাটা হল ঘিরে বসে, মোমবাতি, ...'ইয়র্কশায়ারে
খামার বানাব ছোট্ট ; লাল বাড়ি ; ক্রীসমাস গাছে
খেলনা জাহাজের ভোঁ ; সাদা বুড়ো, সাদা শিশুরাও .....'
লাজুক ছাত্রীর চোখ নিচু হয়ে এল চুপিসারে
শিশুর প্রসঙ্গে এসে.....সঙ্গে সঙ্গে সত্যি জাহাজের
তীক্ষ্ণ বাঁশী বেজে উঠল : উঠে পড়ো, নোঙর ওঠাও !
মুহূর্তে আফ্রিকা, রাত্রি, জাফরিকাটা জানলায় কাদের
অদ্ভুত ভুতুড়ে শব্দ, নেমেছে মাস্তুলে চাঁদ....ঠিক
তখনই কিরাত তাকে তিনদিক থেকে বিঁধে এনে
নিঃসাড় শরীরখানি শুইয়েছে খড়ে ; ত্রিমাত্রিক
আঘাত দেহের থেকে তুলে নিল যেই, হাওয়া ভেঙে
মৌমাছি আকাশে উঠল ; আর সে-কুয়াশা, ওকে টেনে
নিয়েছে নিজের মধ্যে ;.....ভেবে দ্যাখো কিরাত, কি জেনে
তীর নিয়েছিলে হাতে ?...হাওয়া আসছে কয়েক শ বছর থেমে থেমে
কুয়াশারা সরে এলো, কে যেন নামছে, চুপ, খড়ে, বেথেল্‌হেমে ...

BANGLADARSHAN.COM